প্রেশার-সুগার-কোলেস্টেরলে কম্বিনেশন ওষুধের দামে রাশ

অনির্বাণ ঘোষ

এক্স ওষুধের দাম আগেই কমেছিল। তখনই বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ওয়াই ওষুধের দামও। কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াই কম্বিনেশনের ওষুধ? সেগুলির দামে এতদিন কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এ বার বেঁধে দেওয়া হল সেগুলির সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যও।

ফলে কমতে চলেছে গুচ্ছ ওষুধের দাম। সেগুলি মূলত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস ও কোলেস্টরল নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধের কম্বিনেশন। ১৪টি এমন কম্বিনেশন ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো দামে (এমআরপি) লাগাম পরানোয় মনে করা হচ্ছে, বিভিন্ন কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে প্রতি পাতায় গড়ে ৭০ থেকে ১৬০ টাকা পর্যন্ত কমতে পারে অন্তত হাজার দেড়েক চালু ব্র্যান্ডের ওষুধের দাম।

নববর্ষের দিন ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ) এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পর বুধবার তা প্রকাশ্যে এনেছে সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)। এনপিপিএ-র উপ-অধিকর্তা বলজিৎ সিং ওই সব ওষুধ প্রস্তুতকারক সং স্থাদের নির্দেশ দিয়েছেন, নয়া নিয়ম যে মানা হচ্ছে, সেই মর্মে যেন রিপোর্ট পাঠানো হয় এনপিপিএ-কে।

গত চার বছর ধরেই অবশ্য ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটছে কেন্দ্র। ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন ওষুধের ক্ষেত্রেই উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে দফায় দফায়। কিন্তু 'সিঙ্গল ফর্মুলেশন'-এর বদলে আইনের ফাঁক গলে 'কম্বিনেশন' ওষুধ বানিয়ে তা চড়া দামে বিক্রির সুযোগও সমান তালে নিয়ে গিয়েছে বেসরকারি অনেক ওষুধ সংস্থাই। ফলে বিভিন্ন ওষুধের এমআরপি বেঁধে দেওয়ার পরেও প্রেশার-সুগার-কোলেস্টেরলের মতো যে সব ওষুধ নিত্য খেতে হয় রোগীদের, তার বহু কম্বিনেশন ব্র্যান্ডের দাম সে ভাবে কমছিল না। ফলে সরকারি উদ্যোগের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছিল আমজনতা। এ বার তাই ওই সব কম্বিনেশন ওষুধের মধ্যে থেকেও সবচেয়ে জনপ্রিয়গুলির ক্ষেত্রে দামের উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র।

২০১৩-য় প্রথম দফায় ৩৪২টি ওষুধের এমআরপি-তে উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তার পর ২০১৫-র সেপ্টেম্বরেও ১০৮টি ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের তালিকায় ঢোকানো হয়। দ্বিতীয় দফার ওষুধগুলি মূলত প্রেশার-সুগার-কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ। 'কিন্তু মুশকিল হল, সিঙ্গল মলিকিউলের দামই বাঁধা হয়েছিল।

উর্ধ্বসীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র

যেমন পৃথক পৃথক ভাবে দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সুগারের ওষুধ গ্লিক্লাজাইড আর মেটফর্মিনের। কিন্তু অনেক কোম্পানি দু'টি ওষুধের কম্বিনেশন তৈরি করে ফেলল। যেহেতু সেই সব ওষুধের দাম বাঁধা ছিল না, তাই ইচ্ছামতো দামে সেগুলো বিক্রিও হতে শুরু করল। সেগুলির দাম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই এনপিপিএ-র সাম্প্রতিকতম বিজ্ঞপ্তি,' মন্তব্য ন্যাশনাল মেডিক্যালের ফার্মাকোলজির শিক্ষক-চিকিৎসক স্বপন জানার।

সরকারি এই পদক্ষেপের জেরে অসংখ্য মানুষ লাভবান হবেন। কেননা, কার্ডিভাস্কুলার বা ডায়াবিটিসের মতো 'লাইফস্টাইল ক্রনিক ডিজিজ'-এর শিকার পরিবারে নেই, এমন গেরস্থ আজকাল বিরল। মাস গেলে প্রতি পরিবারের ওষুধ-খরচই গিয়ে দাঁড়ায় কম পক্ষে দেড় থেকে দু'হাজার টাকা। এখন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কম্বিনেশন ওষুধগুলোর দামেও কেন্দ্র উর্ধ্বসীমা বসিয়ে দেওয়ায় আমজনতার বাজেট গড়ে ২০-৩৫% কমতে পারে। যদিও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজির বিভাগীয় প্রধান শান্তনু ত্রিপাঠি মনে করেন, মানুষের স্বস্তি পেতে এখনও সময় লাগবে। তিনি বলেন, 'নিয়মমতো এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসার পরে কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটের ব্যাচ আর বাজারে আসার কথা নয় যাতে পুরোনো দাম রয়েছে। তবে, ইতিমধ্যে যে সব ব্যাচ উৎপাদন হয়ে গিয়েছে, তার পুরোনো ডেট ছাপিয়ে অনেকেই বাজারে চালিয়ে দেয় কিছু ওষুধ। তাই বিজ্ঞপ্তির সুফল পেতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে, যদি না কোনও কোম্পানি বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ না-হয়।'

অনেকে বলছেন, এর পরেও সমস্যা রয়েছে। এক স্বাস্থ্যকর্তার কথায়, 'বিজ্ঞপ্তি ঠিকঠাক মানার ব্যাপারে বাজারে নজরদারি চালানোর কথা রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের। কিন্তু ইনস্পেক্টরের অভাব রয়েছে, এই কারণ দর্শিয়ে তারা কোনও নজরদারিই রাখে না। কিন্তু অনেকেই পুরোনো দামের ওষুধ বিক্রি করে চলে বাজারে।'

ওষুধ কতটা সস্তা

কম্বিনেশন ওষুধ	উর্ধ্বসীমা (টাকায়)	গড়ে দাম কমছে (টাকায়)
জ্বর-সর্দি		
প্যারাসিটামল+ক্যাফেইন কম্বিনেশন	২.৫৭	০.৫০-১.২৫
উচ্চ রক্তচাপ		
সিলনিডিপিন+মেটোপ্রোলোল	৭.৩৫	২.০০-৬.৫০
টেলমিসার্টান+ক্লোরথ্যালিডন	৬.৭১	১.০০-৪.৫০
ডায়াবিটিস		
মেটফর্মিন+গ্লিমেপেরাইড+ভোগলিবোস	৮.১৭	১.৩০-৩.৭৫
গ্লিক্লাজাইড+মেটফর্মিন	৪.৩৫	০.৭০-২.৩০
কোলেস্টেরল		
রোসুর্ভাস্ট্যাটিন+ক্লোপিডোগ্রিল	৭.৮০	৬.১০-১৬.৮০
অ্যাটোর্ভাস্ট্যাটিন+ক্লোপিডোগ্রিল	৮.৪০	০.৮০-৩.৭০

দাম একটিমাত্র ট্যাবলেট/ক্যাপসুলের হিসেবে

Ei-Samay epaper on 04.01.2018